ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 130 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৩০ ● কলকাতা ● ৩১ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● শুক্রবার ● ১৫ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

নন্দীগ্রাম ছাড়লেন, ভবানীপুরের বিধায়ক পদেই শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জল্পনার অবসান, ভবানীপুর আসনকেই রেখে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এই কেন্দ্র থেকেই বিধায়ক পদে শপথ গ্রহণ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। নিজের গড় নন্দীগ্রাম ছেড়ে দিলেন শুভেন্দু। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর দুই আসন থেকেই ভোটে দাঁড়িয়ে জিতেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।এদিন বিধায়ক পদে শপথ নিতে গিয়ে আবেগঘন হয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভায় প্রবেশের আগে নতজানু হয়ে সিঁড়িতেই প্রণাম করেন তিনি। নিজের ঘরে পুজো পাঠও করেন। মাল্যদান করেন বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে। যদিও কোন আসন রাখবেন আর কোনটা ছেড়ে দেবেন সেই বিষয়ে জল্পনা জিইয়ে রেখেছিলেন তিনি। নন্দীগ্রামে গিয়ে শুভেন্দু বলেছিলেন, 'দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যা নির্দেশ দেবে সেটাই করব। আমি অনুগত সৈনিক। ভবানীপুর না নন্দীগ্রাম কোন বিধানসভা রাখব সেটা সময়ে বলব।' তবে আজ, বুধবার সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়েছেন তিনি। এদিন রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক পদে শপথ গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়। তখনই ঘোষণা করা হয়

এরপর ৬ পাতায়

পর্ব 289

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কখনও দেওয়াই যায় না। এই জ্ঞান দেওয়া মানে নিজের সর্বস্ব দেওয়া। এটা দুনিয়াতে কেবল মা-ই দিতে পারে। এই জগতে কেবল মা-ই আছে যে সন্তানের জন্য নিজের সর্বস্ব, জীবন বাজী রেখে সন্তানের জন্ম দেয়। তুমি হলে মা। তোমার ভিতরে মায়ের হৃদয় আছে। তোমার ভিতরে নিজের সর্বস্ব দেওয়ার ক্ষমতা আছে।

ক্রমশঃ

লাউডস্পিকার ব্যবহারে বিধিনিষেধ,প্রচারে ফালাকাটা পুলিশ

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

সরকারি নির্দেশিকা মেনে ধর্মীয় স্থানে শব্দদূষণ রোধে এবার কড়া অবস্থান নিল প্রশাসন। বৃহস্পতিবার ফালাকাটা থানার উদ্যোগে দক্ষিণ দেওগাঁও গ্রামে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয়। প্রচারে উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকরা জানান, মন্দির, মসজিদ, গির্জাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনিয়ন্ত্রিতভাবে লাউডস্পিকার ব্যবহার করা যাবে না। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার থেকে বিরত থাকার পরামর্শও দেওয়া হয়।পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, কোথাও সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করা হলেও সেই শব্দ যেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বাইরে ছড়িয়ে না পড়ে,সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।প্রশাসনের দাবি, অতিরিক্ত শব্দদূষণের কারণে সাধারণ মানুষের অসুবিধা তৈরি হয় এবং পরিবেশের ভারসাম্যও নষ্ট হয়। তাই সরকারি বিধিনিষেধ মেনে চলার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। এদিনের প্রচারে গো-হত্যা সংক্রান্ত আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশিকাও সাধারণ মানুষকে জানানো হয়। পুলিশ আধিকারিকরা বলেন, আইন ভঙ্গ করে কোনো ধরনের বেআইনি কাজ করলে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।গ্রামবাসীদের মধ্যে এদিন সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন বার্তা তুলে ধরা হয়। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে অনেকেই ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। স্থানীয়দের একাংশের মতে, ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলা প্রয়োজন।

জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম জেলার চার বিধায়কের ভিন্ন ভাষায় শপথ, বিধানসভায় উঠে এল আঞ্চলিক সংস্কৃতির পরিচয়

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

রাজ্যের নতুন বিধানসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান এবার শুধুমাত্র রাজনৈতিক দিক থেকেই নয়, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দিক থেকেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল। জঙ্গলমহলের একাধিক নবনির্বাচিত বিধায়ক নিজেদের মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় শপথ গ্রহণ করে আলাদা বার্তা দিলেন। বিধানসভার মঞ্চে বাংলা, সংস্কৃত, কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষার ব্যবহার ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেখা যায় ব্যাপক উৎসাহ ও গর্বের আবহ। বিশেষ করে জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম জেলার চার বিধায়কের ভিন্ন ভাষায় শপথ

গ্রহণের ঘটনা রাজনৈতিক মহলেও যথেষ্ট চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। অনেকের মতে, এর মাধ্যমে শুধু রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নয়, বরং এলাকার ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকেও মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গলমহলের মানুষ নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে আসছিলেন। সেই প্রেক্ষাপটে বিধানসভার মতো গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে মাতৃভাষার ব্যবহারকে অত্যন্ত

এরপর ৩ পাতায়

প্রবীণ তৃণমূল বিধায়ককে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধায়কদের শপথ গ্রহণ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পাশ দিয়েই শপথবাক্য পাঠ করতে যাচ্ছিলেন প্রবীণ তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়। ঠিক তখনই ব্যতিক্রমী মুহূর্তের সাক্ষী থাকল বিধানসভার অধিবেশন কক্ষ। প্রবীণ তৃণমূল বিধায়ক পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উঠে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার বিধানসভার এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পরই স্পষ্ট হয়ে যায়, ভবানীপুর কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবেই থাকছেন শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রামের বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেবেন তিনি। তবে শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, বিধায়ক না থাকলেও আগামী পাঁচ বছর নন্দীগ্রামের মানুষের পাশেই থাকবেন তিনি।পাল্টা শুভেন্দু অধিকারীকে শুভেচ্ছা জানালেন মালদহের রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক। বুধবার থেকে বিধানসভায় জয়ী বিধায়কদের শপথগ্রহণ শুরু হয়েছে। প্রথম দিন ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীও।

শপথবাক্য পাঠের জন্য মালদহের রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়েরও নাম ছিল তালিকায়। সমরবাবু যখন তাঁর পাশ দিয়ে শপথ নিতে যাচ্ছিলেন, তখনই তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়ান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রবীণ তৃণমূলের বিধায়কের উদ্দেশে নমস্কারও করেন তিনি। পাল্টা শুভেন্দু অধিকারীকে অভিনন্দন জানান তৃণমূল বিধায়কও।পরে তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় বলেন, '১৯৮২ সালে প্রথম বার বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলাম। তখন শিশির অধিকারীও বিধায়ক ছিলেন। আজকে তাঁরই ছেলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আমি ওকে বললাম দীর্ঘজীবী হও, ভাল করে কাজ করো। বাংলার মানুষ তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছে। বাংলার মানুষের তোমার থেকে অনেক প্রত্যাশা।'

(২ পাতার পর)

জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম জেলার চার বিধায়কের ভিন্ন ভাষায় শপথ, বিধানসভায় উঠে এল আঞ্চলিক সংস্কৃতির পরিচয়

তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ।গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক রাজেশ মাহাতো কুড়মালি ভাষায় শপথ বাক্য পাঠ করেন।বিধানসভার মতো গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে কুড়মালি ভাষার ব্যবহারকে ঘিরে জঙ্গলমহলের কুড়মি সমাজের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। স্থানীয়দের বক্তব্য, এই ঘটনা কুড়মালি ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের মধ্যেও মাতৃভাষার প্রতি আগ্রহ বাড়াবে। অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউ সংস্কৃত ভাষায় শপথ গ্রহণ করেন। তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ ও সাবলীল শপথ পাঠ বিধানসভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যেও আলাদা আগ্রহ তৈরি করে।রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সংস্কৃত ভাষায় শপথ গ্রহণের মাধ্যমে ভারতীয় ঐতিহ্য ও প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। এবারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সাঁওতালি ভাষাও বিশেষ গুরুত্ব পায়। বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রণত টুডু এবং নয়াগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অমিয় কিস্কু সাঁওতালি ভাষায় শপথ গ্রহণ করেন। তাঁদের এই উদ্যোগকে জনজাতি সমাজের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছেন এলাকার মানুষজন। অনেকেই মনে করছেন, এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে জনজাতি ভাষার সংরক্ষণ ও প্রসারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিভিন্ন ভাষায় শপথ গ্রহণের মাধ্যমে জঙ্গলমহলের বহুভাষিক সংস্কৃতি, সামাজিক বৈচিত্র্য ও আঞ্চলিক পরিচয়ই উঠে এসেছে বিধানসভার মঞ্চে। একই সঙ্গে এই উদ্যোগ রাজ্যের রাজনীতিতে আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্বকেও নতুন করে সামনে এনে দিয়েছে। উল্লেখ্য, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী লক্ষীকান্ত সাউ তৃণমূল কংগ্রেসের মঙ্গল সরেন-কে পরাজিত করে জয়ী হন। অন্যদিকে গোপীবল্লভপুর কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাতো তৃণমূল কংগ্রেসের অজিত মাহাতো-কে হারিয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হন। পাশাপাশি বিনপুর কেন্দ্র থেকে প্রণত টুডু এবং নয়াগ্রাম কেন্দ্র থেকে অমিয় কিস্কু-ও জয়ী হয়ে বিধানসভায় পৌঁছেছেন।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্ধারিত শব্দ বিধি মানতে হবে, নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা এবং জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে কড়া অবস্থান নিল রাজ্য সরকার। আজ, বৃহস্পতিবার পুলিশ সুপারদের এবং কলকাতা পুলিশের কমিশনারের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ওই বৈঠকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে শব্দ নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে প্রকাশ্যে পশুবলি বন্ধে কঠোর নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।এছাড়া আগামী শনিবার ডায়মন্ডহারবার যাবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর ওখানে গিয়ে বৈঠক করবেন আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বলে জানা গিয়েছে। গত বুধবার স্বরাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, যত্রতত্র পশুবলি বা আইন বহির্ভূতভাবে পশু হত্যা এখন থেকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। ১৯৫০ সালের সংশ্লিষ্ট আইন আরও কঠোরভাবে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেটা যাতে মানা হয় তার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে আজকের বৈঠকে বলে সূত্রের খবর।ইতিমধ্যেই জারি হওয়া নির্দেশিকা মেনে প্রকাশ্যে পশুহত্যা সংক্রান্ত নিয়ম কার্যকর করা এবং সেটি যাতে যথাযথভাবে পালন করা হয় তা নিয়ে পুলিশকে কড়া নির্দেশ

এরপর ৪ পাতায়

স্কুলে আর নয় ‘বাংলার মাটি’, রাজ্য সঙ্গীত বাতিল করল শুভেন্দুর সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যের স্কুলগুলিতে প্রার্থনা সংগীত নিয়ে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত। এতদিন যেখানে বহু স্কুলে ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’ গাওয়া হত, সেখানে এবার জাতীয় সঙ্গীতের পরে বাধ্যতামূলকভাবে ‘বন্দে মাতরম্’ গাওয়ার নির্দেশ জারি হয়েছে বলে দাবি ঘিরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক ও সামাজিক চর্চা। ভাইরাল হওয়া একটি সরকারি নির্দেশিকার কপি ঘিরে ইতিমধ্যেই সরগরম রাজ্য রাজনীতি।

ভাইরাল হওয়া নির্দেশিকায় দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে স্কুলগুলিতে ‘বন্দে মাতরম্’ গাওয়া বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে, স্কুলের প্রার্থনা পর্বে জাতীয় সঙ্গীতের পর ‘বন্দে মাতরম্’ গাইতে হবে।

সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’ গানটি বাদ পড়ার প্রসঙ্গ। দীর্ঘদিন ধরে বহু সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলে প্রার্থনার সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গান গাওয়ার চল ছিল। নতুন নির্দেশে সেই প্রথা বদলানো হচ্ছে বলেই দাবি উঠেছে।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

মুখে শুভেন্দুর প্রশংসা, চোখে IAS হওয়ার স্বপ্ন ঐতিহ্যের

চোখে স্বপ্ন দিন বদলের, স্বপ্ন সমাজ বদলের! কিন্তু কোন পথে? হতে চায় আইএএস, উচ্চমাধ্যমিকে চোখ ধাঁধানো সাফল্যের পরেই বললেন নরেন্দ্রপুরের ঐতিহ্য পাঁচাল। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৫। গোটা রাজ্যে দ্বিতীয়। ঐতিহ্যের সাফ কথা, মাধ্যমিকে র‍্যাঙ্ক হয়নি, তারপর থেকেই মনে চেপে বসেছিল জেদ।তবে শুধু ঐতিহ্য নয়, এবার ফের নরেন্দ্রপুর থেকে উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় একের পর এক উজ্জ্বল নাম। মেধা তালিকায় স্থানাধিকারীদের এদিন বারুইপুরে মহকুমা শাসকের দফতরে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তাও দেন বারুইপুরের মহকুমা শাসক ডঃ মুদ্রা গায়রোলা। সেখানেই নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখা যায় ঐতিহ্যকে। একের পর এক সংস্কারমুখী পদক্ষেপ নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, "নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে খুবই ভালো লাগে। আসার পরেই দুর্নীতি রুখতে তিনি যে ক'টা পদক্ষেপ করেছেন তা খুবই ভালো। বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেওয়াও খুবই ভালো পদক্ষেপ। যে সিস্টেমে চলছে তা খুবই ভালো। রাজ্য উন্নয়নের দিকে এগোচ্ছে।"আর সেই চেষ্টারই ফসল আজ ঘরে উঠেছে। এবার লক্ষ্য আইএএস। সমাজ বদলের কথা বলতে গিয়ে নেতাদের দাদাগিরি নিয়েও সরব আঠারোর এই তরুণ তুর্কি।

ঐতিহ্যের স্পষ্ট কথা, "উচ্চমাধ্যমিকে র‍্যাঙ্ক করার একটা জেদ, ইচ্ছা ছিল। সেই চেষ্টারই ফল পেলাম। আগামীতে আমি আইএএস অফিসার হতে চাই। ছোট ছোট নেতারা এখানে দাদাগিরি করে। টাকা খায়। এগুলো বন্ধ করার জন্যই আমি আইএএস অফিসার হতে চাই।"

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পঞ্চম পর্ব)

উপজাতি মানুষরা ছাড়া ভারতবর্ষজুড়ে নয় পৃথিবী জুড়ে।নদ-নদী জঙ্গল সবাইকে মাতৃ রুপে একটি আরাধ্য দেবী নামে পূজা করেছে এই জনজাতির মানুষেরা। জঙ্গলের দেবী বনবিবি অন্যদিকে জঙ্গলের সর্প সম্পদের দেবী মা মনসা। দেবী মনসা কে ? মা মনসার ধ্যান মন্ত্র অনুসারে- ওঁ দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদন্যাম্ । হংসারূঢ়মুদারামসুললিতবস নাং সর্বদাং সর্বদৈব ।। স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্মুক্ তয়া চ । প্রবালৈর্বন্দেহ হং সাষ্টনাগামুরুকু চগলাং

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্ধারিত শব্দ বিধি মানতে হবে, নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যা নিয়ে এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

এদিকে পুলিশের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কোনও ধর্মীয় স্থান থেকেই নির্ধারিত মাত্রার বাইরে যেন শব্দ ছড়িয়ে না পড়ে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে আগের নির্দেশ কার্যকর হচ্ছে কিনা সেটা নিশ্চিত করতেও পুলিশ প্রশাসনকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনালয়ের নামে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যেন ব্যাহত না হয় সেটাও লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্ধারিত সাউন্ড লিমিট মেনে চলা হচ্ছে কিনা সেটাতেও নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বলে সূত্রের খবর। কারণ বহু মানুষের এই নিয়ে অভিযোগ আছে। যা জমাও পড়েছে।

অন্যদিকে প্রকাশ্যে পশুহত্যা এবং নিয়মের বাইরে পশুবলি নিয়েও কড়া বার্তা দিয়েছে রাজ্য সরকার। সম্প্রতি যে নির্দেশিকা জারি হয়েছে, সেটা কঠোরভাবে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট অনুমোদিত জায়গা ছাড়া গবাদি পশু বলি দেওয়া যাবে না। বিশেষ করে গরু, মহিষ, বলদ বা বাছুরের মতো পশুর ক্ষেত্রে আইন ভাঙলে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে প্রশাসনকেই। এমনকী বেআইনিভাবে গাড়িতে করে পশু পরিবহণের ঘটনাও বরদাস্ত করা হবে না। এমন ঘটনা সামনে এলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শনি সনাতন হিন্দু ধর্মের একজন দেবতা যিনি সূর্যদেব ও তাঁর পত্নী ছায়াদেবীর পুত্র, এজন্য তাঁকে ছায়াপুত্র-ও বলা হয়। তবে এ নিয়ে অনেক সন্দেহ হয়ে গেছে মানুষের মনের মধ্যে, শনিদেব কে নিয়ে প্রচুর বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে বহু ক্ষেত্রেই।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

স্কুলে আর নয় 'বাংলার মাটি', রাজ্য সঙ্গীত বাতিল করল শুভেন্দুর সরকার

মতে, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষাক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক একাধিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। সেই আবহেই এই নির্দেশিকা ঘিরে বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে।

তবে এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সামনে আসেনি। ফলে এই নির্দেশ কার্যকর করার পদ্ধতি, কোন কোন স্কুলে তা প্রযোজ্য হবে এবং আগের নির্দেশ পুরোপুরি বাতিল হয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

শিক্ষামহলের একাংশ মনে করছে, স্কুলের প্রার্থনা সংগীত শুধুমাত্র একটি সাংস্কৃতিক বিষয় নয়, বরং তা ছাত্রছাত্রীদের মানসিক ও সামাজিক শিক্ষার সঙ্গেও যুক্ত। তাই এমন কোনও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বৃহত্তর আলোচনা প্রয়োজন।

অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি ঘিরে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। কেউ এই সিদ্ধান্তকে জাতীয়তাবাদের বার্তা হিসেবে দেখছেন, আবার কেউ প্রশ্ন তুলছেন বাংলা সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে কি না।

সব মিলিয়ে, স্কুল প্রার্থনায় 'বন্দে মাতরম্' বাধ্যতামূলক করার এই নির্দেশিকা এখন রাজ্যের নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে।

কবে নাম নথিভুক্ত হয়েছে? 'আইনজীবী' মমতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য চেয়ে পাঠাল বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে হাজির হয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী। তবে আইনজীবী হিসাবে সওয়াল করেননি সে বার। তার আগে অবশ্য রাজ্যে একাধিক রাজনৈতিক মামলায় আইনজীবী হিসাবে লড়েছেন মমতা।

তবে আদালত থেকে মমতা বেরোনোর সময় অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাঁকে ঘিরে 'চোর-চোর' স্লোগান দেন কয়েক জন। বিজেপির দাবি, এই কাজ করেছে তৃণমূলই। এক জন মহিলা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এমন আচরণ তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিপন্থী। যদিও আদালতে মমতার সঙ্গী আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঙুল শাসকদলের দিকে।ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ওই মামলার আইনজীবী। পুরোদস্তর আইনজীবীর পোশাকে বৃহস্পতিবার উচ্চ আদালতে গিয়েছিলেন তিনি। সওয়ালও করেছেন। তার পরেই এ রাজ্যের বার কাউন্সিলকে চিঠি দিল বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (বিসিআই)। 'আইনজীবী' মমতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য চেয়েছে তারা।

বিসিআই জানতে চেয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নাম কবে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। মমতার 'লিগ্যাল প্র্যাকটিস স্টেটাস' অর্থাৎ, আইনি পেশা সংক্রান্ত তথ্যও জানতে চেয়েছে দেশের আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রক সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। ঠিক কবে আইনজীবী হিসাবে মমতার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে, পেশা স্থগিত এবং পুনরায় শুরু তথা মমতার আইনি পেশার শংসাপত্র দেখতে চেয়েছে তারা। আগামী দু'দিনের মধ্যে ওই সমস্ত তথ্য দিতে নির্দেশ দিয়েছে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া।

এর আগে এসআইআর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে হাজির হয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী। তবে আইনজীবী হিসাবে সওয়াল করেননি সে বার। তার আগে অবশ্য রাজ্যে একাধিক রাজনৈতিক মামলায় আইনজীবী হিসাবে লড়েছেন মমতা। সম্প্রতি তিনি জানান, আইনজীবী হিসাবে আবার 'লড়াই' শুরু করবেন।

বৃহস্পতিবার আইনজীবীর গাউন গায়ে মমতা সওয়াল করেছেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের এজলাসে। বস্তুত, দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এই প্রথম বার উচ্চ আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১৯৮৫ সালে বার কাউন্সিলে তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়েছিল। তার পর থেকে নিয়মিত তাঁর সদস্যপদ 'রিনিউ' (নবীকরণ) করে আসছিলেন। মানুষের জন্য আইনি যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে তিনি আইনজীবী হিসাবে নিজের যুক্তি উপস্থাপন করতে এসেছেন।

হাই কোর্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভোট-পরবর্তী হিংসায় তাঁর দলের প্রচুর কর্মী আক্রান্ত হচ্ছেন। তৃণমূলের প্রায় ১৬০টি দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। রাজ্যে প্রায় ২ হাজার ঘটনা ঘটে গিয়েছে। প্রাক্তন পুলিশমন্ত্রী আইনজীবীর বেশে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি নিজের এলাকার উদাহরণ দিয়ে জানিয়েছেন, পুলিশের কাছে গিয়ে অভিযোগ করতে পারছেন না। অনলাইনে অভিযোগ করতে হচ্ছে তাঁকে। প্রধান বিচারপতির এজলাসে আইনজীবী মমতা বলেন, "রাজ্যের মানুষকে বাঁচান। পশ্চিমবঙ্গ কোনও বুলডোজ়ার রাজ্য নয়।"

দিল্লিতে মোদি-লাভরভ-আরাঘচি সাক্ষাৎ, যুদ্ধের আবহে ব্রিকস মঞ্চে বাড়ছে ভারতের গুরুত্ব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আমেরিকা-ইরান সংঘাতের আবহেই দিল্লিতে শুরু হলো ব্রিকস (BRICS Meet 2026) গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রগুলির দুই দিনের বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক। তবে সব ছাপিয়ে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে হয়ে উঠল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লেভরভ এবং ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির হাই-প্রোফাইল সাক্ষাৎ (PM Modi meets Araghchi and Lavrov)। ইরান যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম দুই শক্তিশালী বন্ধু দেশের শীর্ষ প্রতিনিধিদের সঙ্গে মোদির এই বৈঠক আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে, এই দুই দেশের সঙ্গেই 'আদায়-কাঁচকলায়' সম্পর্ক আমেরিকার।

লাভরভের সঙ্গে পৃথক বৈঠক মোদির

চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ব্রিকসের সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছে ভারত। এর আগে ২০১২, ২০১৬

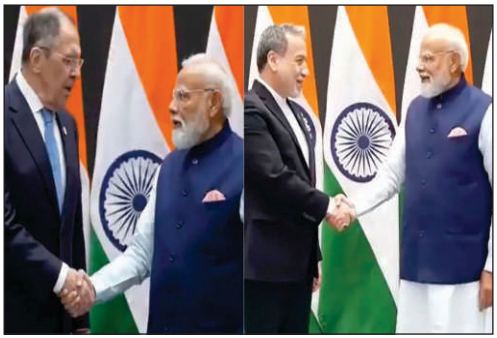

এবং ২০২১ সালে ভারত ব্রিকসের নেতৃত্ব দিয়েছিল। ২০২৬ সালের ব্রিকস সভাপতিত্বের রূপরেখা তৈরি এবং সম্প্রসারিত ব্রিকস গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদার করতেই এই বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গেও পৃথক বৈঠক করেন। বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধ এবং পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গিয়েছে। বৈঠকের পরে এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের "বিশেষ ও কৌশলগত অংশীদারিত্ব"-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি ইউক্রেন এবং পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়েও মতবিনিময় হয়েছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংঘাতের সমাধানের পক্ষে ভারতের অবস্থানও তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন।

ইরান-সহ অন্যান্য দেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত

ইরানের বিদেশমন্ত্রী বুধবার গভীর রাতে দিল্লি পৌঁছানোর পর বৃহস্পতিবার মোদির সঙ্গে দেখা করেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটাই ভারতের সঙ্গে প্রথম উচ্চপর্যায়ের কূটনৈতিক বৈঠক ইরানের।চলতি বছর ব্রিকস গোষ্ঠীর সভাপতিত্ব করছে ভারত। ১৪ ও ১৫ মে নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ব্রিকস দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীদের সম্মেলন। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই মেগা ইভেন্টে যোগ দিতেই রাশিয়া, ইরান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল এবং ইন্দোনেশিয়ার বিদেশমন্ত্রীরা ভারতে এসেছেন। এদিন রুশ ও ইরান ছাড়াও অন্য দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে সমবেতভাবে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি ব্রিকস সদস্য ও অংশীদার দেশগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক 'ব্রিকস ফ্যামিলি ফোটো'-তেও অংশ নেন।

আমেরিকার বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা

বৃহস্পতিবার সম্মেলনের প্রথম দিনেই নিজের ভাষণে আমেরিকার বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি মার্কিন নীতিকে 'গুন্ডামি' বলে অভিহিত করেন। আরাঘচি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ বিশ্ববাসীর অজানা নয়। এই কক্ষে উপস্থিত অনেকেই একইভাবে ঘৃণ্য জবরদস্তির শিকার হয়েছেন।" অন্যান্য দেশের প্রতি তাঁর আহ্বান, একজোট হয়ে মার্কিন আগ্রাসনের যোগ্য জবাব দেওয়ার সময় এসেছে। আরাঘচির কথায়, "এখনই সময় আমাদের একসঙ্গে এগিয়ে এসে স্পষ্ট বার্তা দেওয়ার যে, এই ধরনের নীতি ইতিহাসের আবর্জনার স্তূপেই জায়গা পাবে।" পশ্চিম এশিয়ায় বাড়তে থাকা অস্থিরতা নিয়েও সতর্কবার্তা দেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, কিছু দেশ হয়ত মনে করে বেপরোয়া সামরিক বা রাজনৈতিক পদক্ষেপ তাদের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবে আঞ্চলিক অস্থিরতা শেষ পর্যন্ত সকল পক্ষের জন্যই ক্ষতিকর।

আঞ্চলিক অস্থিরতা সবার জন্যই ক্ষতির

আরাঘচি বলেন, "যাঁরা বেপরোয়া অভিযানে নামছেন, তাঁরা হয়তো ভাবছেন এতে তাঁদের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে সাধারণ মানুষ এবং সরকারগুলি এখন বুঝতে পারছে যে, আঞ্চলিক অস্থিরতা সবার জন্যই ক্ষতির— এমনকি আগ্রাসনকারীদের জন্যও।"আরও এক তীব্র মন্তব্যে তিনি বলেন, ইতিহাস দেখিয়েছে পতনের মুখে থাকা সাম্রাজ্যগুলি নিজেদের প্রভাব ধরে রাখতে মরিয়া হয়ে ওঠে। তাঁর ভাষায়, "ইতিহাস সাক্ষী, পতনশীল সাম্রাজ্য নিজেদের অনিবার্য পরিণতি ঠেকাতে সবকিছু করতে পারে। আহত পশু যেমন শেষ মুহূর্তে মরিয়া হয়ে থাবা মারে ও গর্জন করে, তেমনই আচরণ করে তারা।" যদিও ব্রিকস এখনও এই যুদ্ধ নিয়ে সরাসরি কোনও কড়া বার্তা দেয়নি, তবে তেহরান চাইছে এই জোট যেন পশ্চিমী আধিপত্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান

দিল্লি মস্কো ও তেহরানের মধ্যে সুপ্রাচীন সম্পর্ক

ব্রিকসের (BRICS Summit 2026) মূল অনুষ্ঠানের ফাঁকে মোদি, রুশ ও ইরানি প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাদাভাবে আলোচনা করেন। ভারতের এই সক্রিয় কূটনৈতিক ভূমিকা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, পশ্চিমী চাপ থাকা সত্ত্বেও দিল্লি মস্কো ও তেহরানের সঙ্গে তার সুপ্রাচীন সম্পর্ক রক্ষায় অনড়। যুদ্ধের অস্থিরতার মাঝে দিল্লিতে এই মেগা বৈঠক প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা আরও জোরালো হচ্ছে। একদিকে আমেরিকার সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব, অন্যদিকে ইরান-রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব— এই দুইয়ের ভারসাম্যে ভারত নিজের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে চলাই শ্রেয় বলে মনে করছে, অভিমত কূটনীতিকদের। ব্রিকস বৈঠকে সদস্য দেশগুলির শীর্ষ কূটনীতিকরা আঞ্চলিক নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছেন।

(১ম পাতার পর)

নন্দীগ্রাম ছাড়লেন, ভবানীপুরের বিধায়ক পদেই শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী

ভবানীপুর আসন থেকেই বিধায়ক পদে শপথ নিচ্ছেন তিনি।

যার ফলে নন্দীগ্রাম আসন এখন বিধায়ক শূন্য। ফের এই আসনে উপ-নির্বাচন হবে। তবে তাতে এখন দেরি রয়েছে। সূত্রের খবর, নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হিসাবে বিজেপি ভোটে দাঁড় করাতে পারে শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ মেঘনাদ পালকে। যদিও এখনই এই আসন নিয়ে ভাবছে না রাজ্যের শাসকদল। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে হাইভোল্টেজ আসন ছিল ভবানীপুর। কারণ এই আসনেই মুখোমুখি হয়েছিলেন রাজ্যের দুই হেভিওয়েট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারী। গত ৪ঠা মে গণনা শেষ হতেই দেখা যায় প্রায় ১৫ হাজার ভোটে তৃণমূলনেত্রীকে হারিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। জয়ের শংসাপত্র নিতে গিয়ে শুভেন্দু ধন্যবাদ জানান ভবানীপুরবাসীকে।

সিনেমার খবর

অন্তঃসত্ত্বা দীপিকার দিকে 'কিং' শাহরুখের বন্ধুত্বের হাত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খানকে ঘিরে আবারও একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তাকে সহ-অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সাহায্য করতে দেখা গেছে।

ঘটনাটি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে চলমান তাদের আসন্ন সিনেমা 'কিং'-এর শুটিং সেটের বলে জানা গেছে।

ভাইরাল হওয়া ক্লিপে দেখা যায়, সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় শাহরুখ খান হঠাৎ থেমে পিছনে ফিরে দীপিকাকে হাত বাড়িয়ে সাহায্য করেন। এরপর দু'জনেই একসঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে ওঠেন। ভিডিওতে শাহরুখকে কালো পোশাকে এবং দীপিকাকে উজ্জ্বল পোশাকে দেখা গেছে।

এই দৃশ্য ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। অনেকেই শাহরুখের আচরণকে ভদ্রতা ও সহমর্মিতার উদাহরণ হিসেবে প্রশংসা করেন এবং তাকে 'জেন্টলম্যান' হিসেবে উল্লেখ করেন। অনেকে আবার শাহরুখ ও দীপিকার অনস্ক্রিন ও অফস্ক্রিন বন্ধুত্বেরও প্রশংসা করেন।

তবে শুটিং সেটের এই ধরনের ফাঁস হওয়া ভিডিও নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ছবির পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ। তিনি ভক্তদের অনুরোধ করেছেন যেন এ ধরনের ফাঁস হওয়া কনটেন্ট শেয়ার না করা হয়, কারণ পুরো টিম পরিশ্রম করে বড় পর্দায় দর্শকদের জন্য চমক তৈরি করছে এবং তা নষ্ট না করার আহ্বান জানিয়েছেন।

মা হওয়ার পর প্রথমবার প্রকাশ্যে ক্যাটরিনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মা হওয়ার পর প্রথমবার জনসমক্ষে দেখা গেল বলিউড অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফকে। স্বামী ভিকি কৌশলের সঙ্গে বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে ভক্তদের নজর কাড়েন এই তারকা দম্পতি।

গত বছরের নভেম্বরে তাঁদের ঘর আলো করে আসে পুত্রসন্তান। এরপর থেকে মাতৃত্বকালীন সময় কাটাতে কিছুটা আড়ালেই ছিলেন ক্যাটরিনা। যদিও এই সময়ের মধ্যে ভিকিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা গেছে, তবে ক্যাটরিনাকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি দীর্ঘদিন।

সম্প্রতি বিমানবন্দরে একসঙ্গে হাজির হয়ে পাপারাজ্জিদের সামনে হাসিমুখে পোজ দেন দুজন। ভিকির পরনে ছিল বাদামি জ্যাকেট, আর ক্যাটরিনা ছিলেন কালো ওভারকোটে। অনেকদিন পর প্রিয় অভিনেত্রীকে দেখে ভক্তরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে অনেকে মন্তব্য করেন, মাতৃত্বের পরও ক্যাটরিনাকে আগের মতোই প্রাণবন্ত ও সুন্দর লাগছে।

এর আগে নেহা ধুপিয়ার সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে নতুন বাবা হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেন ভিকি। তিনি জানান, তিন মাস বয়সী সন্তানের জন্য এখনো খুব বেশি কিছু করার সুযোগ না থাকলেও তিনি সন্তানের বড় হয়ে ওঠার সময়টুকু উপভোগ করছেন।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে ক্যাটরিনা ও ভিকি তাঁদের সন্তান আগমনের খবর জানান। সেখানে তারা লিখেছিলেন, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় ভরা হৃদয় নিয়ে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন তারা।

'প্রিয়তম'কে হারালেন দেব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্বাচনের উত্তেজনার আবহে হঠাৎই নেমে এলো শোকের ছায়া। টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা ও সংসদ সদস্য দেব হারালেন তার দীর্ঘদিনের সঙ্গী, প্রিয় পোষ্য 'লাকি'কে।

মঙ্গলবার সকালে, যখন পশ্চিমবঙ্গজুড়ে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে, ঠিক তখনই সামাজিক মাধ্যমে হৃদয়ভাঙা খবরটি জানান তিনি। প্রিয় পোষ্যের সঙ্গে কাটানো স্মৃতিময় কিছু ছবি শেয়ার করে আবেগঘন বার্তায় লেখেন, "তুমি আমার জীবনের সেরা পাওনা। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো আমার জীবনে।

পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, লাকি শুধুই একটি পোষ্য ছিল না-সে ছিল পরিবারেরই একজন সদস্য। অভিনয় ও রাজনীতির ব্যস্ততার মাঝেও বাড়িতে ফিরলেই লাকির সান্নিধ্য যেন ক্লান্তি ভুলিয়ে দিত তাকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও প্রায়ই এই প্রিয় সঙ্গীর নানা মুহূর্ত ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিতেন তিনি।

এই তারকার জীবনে এমন ব্যক্তিগত শোকের ঘটনায় সহমর্মিতা জানিয়েছেন ভক্ত-অনুরাগী থেকে শুরু করে সহকর্মীরাও। অনেকেই মনে করছেন, প্রিয় পোষ্যকে হারানোর বেদনার কাছে সব অর্জনই যেন ম্লান।

দেব কেবল অভিনেতা বা রাজনীতিক নন, একজন পরিচিত পশুপ্রেমী হিসেবেও সুপরিচিত। লাকির পাশাপাশি 'হ্যাপি' নামের আরও একটি পোষ্য রয়েছে তার।

মাসখানেক আগে বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে দেবের ২০ বছর পূরণের উদ্‌যাপনেও হাজির ছিল তার দুই পোষ্য। মঞ্চে দেব ও তার পরিবারের সঙ্গে উপস্থিত ছিল লাকি ও হ্যাপি। সেই সব আদুরে মুহূর্তের সাক্ষী সবাই। প্রায় ১৪ বছরের সঙ্গীকে বিদায় জানিয়ে ভেঙে পড়েন দেব।

কোহলির সেঞ্চুরিতে প্লে-অফের দোরগোড়ায় আরসিবি, কেকেআরের আশা কি পুরোপুরি নিভে গেল?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টানা দুই ম্যাচে শূন্য। ফর্ম নিয়ে শুরু হয়েছিল আলোচনা। সেই বিরাট কোহলিই আবার ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিলেন। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১০৫ রানের ইনিংস খেলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে কার্যত প্লে-অফে পৌঁছে দিলেন প্রাক্তন অধিনায়ক।

রায়পুরে বুধবার ১৯৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৬ উইকেটে লড়াই জিতে নেয় আরসিবি। ১২ ম্যাচে এটি তাদের অষ্টম জয়। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে নেট রান রেটে গুজরাত টাইটান্সকে সরিয়ে টেবিলের শীর্ষে বেঙ্গালুরু। আইপিএলের ইতিহাস বলছে, সাধারণত ১৬ পয়েন্ট পেলেই প্লে-অফ প্রায় নিশ্চিত। সেই হিসেবে আরসিবি এখন শেষ চারে এক পা দিয়ে ফেলেছে।

অন্যদিকে কেকেআরের অবস্থা জটিল। ১১ ম্যাচে এটি তাদের ছ'নম্বর পরাজয়। এখন বাকি ম্যাচ জিতলেও সর্বাধিক ১৫ পয়েন্টে পৌঁছতে পারবেন অজিঙ্ক রাহানেরা। যে কারণে প্লে-অফে ওঠার সমীকরণ কার্যত অন্য দলের ফলাফলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল।

দাপট দেখিয়ে জবাব কোহলির

রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভারে সিঙ্গল নিয়ে খাতা খোলেন কোহলি। টানা দুই শূন্যর পরে সেই এক রান নিয়েও মজার ছলে উদযাপন করতে দেখা যায় তাঁকে। এরপর ধীরে ধীরে গিয়ার বদল! জ্যাকব বেথেল ১৫ রান করে আউট হলেও দেবদত্ত পাড়িক্কলের সঙ্গে ৯২ রানের জুটি গড়েন বিরাট। সঙ্গ দেয় ভাগ্যও। ২১ রানে জীবনদান লাভ। মারাত্মক ভুল! যার মাশুল গুনে গুনে চুকিয়েছে কেকেআর।

৩২ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করার পর বিরাট আরও বিধ্বংসী হয়ে ওঠেন। আরসিবি ধাপে ধাপে পাড়িক্কল, টিম ডেভিডদের উইকেট হারালেও তিনি একা হাতে ম্যাচ ফসকে যেতে দেননি। শেষ পর্যন্ত ৬০ বলে অপরাজিত ১০৫ রান করে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। ১১টি চার এবং ৩টি ছক্কায় ইনিংস সাজানো। জয়সূচক রানটি করেন জিতেশ শর্মা। তবে ম্যাচের আলো ছিল কোহলির উপর।

রঘুবংশী-রিঙ্কুর লড়াই যথেষ্ট হল না

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কেকেআর তোলে ১৯২/৪। শুরুতে ধাক্কা সামলে ইনিংস গড়ে দেন অঙ্গকৃশ রঘুবংশী। ৪৬ বলে ৭১ রানের ইনিংসে ৭টি চার এবং ৩টি ছক্কা। ক্যামেরন গ্রিন ৩২ রান করেন। শেষদিকে রিঙ্কু সিং ২৯ বলে অপরাজিত ৪৯ হাঁকিয়ে স্কোরকে লড়াইয়ের জায়গায় নিয়ে যান। আরসিবির হয়ে ভুবনেশ্বর কুমার, জশ হেজলউড এবং রসিখ সালাম একটি করে উইকেট নেন। তবে রায়পুরের মাঠে ১৯২ রানও যে শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট হল না, তার কারণ চেনা মেজাজে বিরাট কোহলির জ্বলে ওঠা!

প্লে-অফের সমীকরণ কোথায় দাঁড়িয়ে?

জয়ের ফলে আরসিবির প্লে-অফে ওঠা প্রায় নিশ্চিত। শুধু তাই নয়, টপ-টুতে শেষ করার দৌড়েও তারা শক্ত অবস্থানে। অন্যদিকে কেকেআরের সামনে এখন 'করো অথবা মরো' পরিস্থিতি। বাকি ম্যাচগুলো জিতলেও ঝুলিতে ১৫ পয়েন্টের বেশি আসবে না। ফলে শুধু নিজেদের জয় নয়, রাহানেদের অন্য দলের হারও প্রয়োজন।

সান্তোসের অনুশীলনে রবিনহোর ছেলের সঙ্গে নেইমারের হাতাহাতি

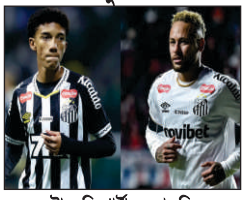

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্রাজিলিয়ান লিগের ক্লাব সান্তোসের অনুশীলন মাঠে এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। ক্লাবটির তরুণ রবিনহো জুনিয়রের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় ও ধাক্কাধাক্কিতে জড়িয়ে পড়েন নেইমার জুনিয়র। তবে উত্তেজনার রেশ মাঠেই শেষ হয়েছে। পরবর্তী সময়ে নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন এই অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া বিষয়ক গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সান্তোসের গত ম্যাচে মূল একাদশে ছিলেন না নেইমার ও রবিনহো জুনিয়র। স্থানীয় সময় সোমবার দলের অনিয়মিত সদস্যদের নিয়ে এক বিশেষ অনুশীলন সেশনে অংশ নেন তারা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, অনুশীলনের একপর্যায়ে তরুণ রবিনহো জুনিয়র ড্রিবলিং করে নেইমারকে কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। এতেই কিছুটা বিরক্ত হন নেইমার।

রবিনহো জুনিয়রকে নেইমার বলেন, একটু সাবধানে খেলো। কিন্তু বিষয়টি সেখানেই থেমে থাকেনি। মুহূর্তের মধ্যেই দুজনের মধ্যে উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে তা হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কিতে রূপ নেয়। জানা গেছে, কথা চলার মাঝখানে এই তরুণ ফুটবলারকে ল্যাং মেরে ফেলেও দেন নেইমার।

এই ঘটনা নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি সান্তোস ক্লাব কর্তৃপক্ষ। নেইমারের ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, এই বিষয়ে তাদের কাছে বিশেষ কোনো তথ্য নেই।

মাঠের উত্তেজনা অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। অনুশীলনের শেষ দিকে নেইমার নিজেই উদ্যোগী হয়ে রবিনহো জুনিয়রের কাছে এগিয়ে যান এবং নিজের মেজাজ হারানোর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। দুজনের মধ্যে বিষয়টি মীমাংসা হয়ে যাওয়ায় ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটিতে স্বস্তি ফিরেছে।

সান্তোসের প্রধান কোচ কুকা বলেন, দলের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ এখন স্বাভাবিক। কোপা সুদামেরিকানা প্রতিযোগিতার পরবর্তী ম্যাচের স্কোয়াডে নেইমারকে রাখা হচ্ছে।

এখন তিন সংস্করণে ফেরাই বাবরের লক্ষ্য

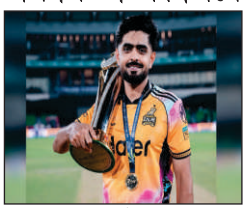

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) শিরোপা জয়ের পর আবারও তিন সংস্করণের জাতীয় দলে জায়গা করে নেওয়ার লক্ষ্য জানিয়েছেন পাকিস্তানের তারকা ব্যাটসম্যান বাবর আজম।

পেশাওয়ার জালমির হয়ে এবারের পিএসএলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেন বাবর। টুর্নামেন্টে তিনি ২টি সেঞ্চুরি ও ৩টি ফিফটির সাহায্যে সর্বোচ্চ ৫৮৮ রান সংগ্রহ করেন। পাশাপাশি তার স্ট্রাইক রেট দাঁড়ায় ১৪৫.৯০।

তবে ফাইনালে তিনি গোল্ডেন ডাক পেলেও দলীয় পারফরম্যান্সে ভর করে পেশাওয়ার জালমি ২০১৭ সালের পর দ্বিতীয়বারের মতো পিএসএল শিরোপা জিতে নেয়।

সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দলে ধারাবাহিকতা না থাকায় সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন এই ৩১ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে তার ব্যাটিং স্ট্রাইক রেট নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

পিএসএল শেষে বাবর জানান, তিনি আবারও টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি—তিন ফরম্যাটেই নিয়মিত পারফর্ম করতে চান। তাঁর মতে, লাল বলের ক্রিকেট একজন ব্যাটসম্যানকে ধৈর্য ও বড় ইনিংস খেলার দক্ষতা শেখায়, যা সাদা বলের ক্রিকেটেও সহায়ক।

তিনি বলেন, 'আমার মনোযোগ এখন তিন সংস্করণেই। একজন ব্যাটসম্যানের সব ফরম্যাটেই খেলা উচিত। লাল বলের ক্রিকেট আমাকে দীর্ঘ ইনিংস খেলার শিক্ষা দেয়।'

জাতীয় দলে সাম্প্রতিক সময়ের পারফরম্যান্স নিয়ে নিজের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে বাবর বলেন, ভুলগুলো বিশ্লেষণ করে উন্নতির চেষ্টা করছেন তিনি। পরিবার, কোচ এবং ঘনিষ্ঠদের সমর্থন তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR